তারিখ 14 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম

সংবাদ

জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা সোমবার রাজধানীর সচিবালয়ের সামনে আবদুল গণি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন -যাযাদি

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে সারাদেশে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সরকারি সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ

যাযাদি রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে এমবিবিএস এবং বিডিএস কোর্সে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার রাজধানীসহ সারাদেশে বিক্ষোভ করেছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা।

রোববার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া নীতিমালা প্রণয়ন সম্পর্কিত সভায় সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনের জন্য ওই দুই পরীক্ষা মিলিয়ে কমপক্ষে জিপিএ-৮ থাকতে হবে। জিপিএ-৭ পাওয়া বিদেশি শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

গতকাল সকালে শতাধিক শিক্ষার্থী ফার্মগেট থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সকাল ১১টার দিকে সার্ক ফোয়ারার সামনে জড়ো হন। এ সময় তাদের হাতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড ছিল। অন্যদিকে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী সকাল ১০টার দিকে শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। দুপুরের দিকে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী একই দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকারি কলেজগুলোতে এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ২ হাজার ৮১২টি এবং বিডিএস কোর্সে ৫৭৮টি। বেসরকারি কলেজগুলোতে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪ হাজার ২৭৫টি ও ৮৫০টি। এদিকে ভর্তি পরীক্ষা না নেয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গতকাল বিকাল থেকেই প্রচারণা শুরু করেছে কোচিং সেন্টারগুলো। বিক্ষোভ : পৃষ্ঠা ২ কলাম

বিক্ষোভ : মেডিকেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তারা ছাত্রছাত্রীদের কাছে মুঠোফোনে খুদেবার্তা পাঠায় এবং বিভিন্নভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কথা বলে।

এবার ৮টি সাধারণ বোর্ডে মোট ৭ লাখ ৪২ হাজার ৪৪৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৯৪০ জন। ৮ বোর্ডে বিজ্ঞান শাখায় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ, মানবিকে ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশে এবং ব্যবসায় শিক্ষায় পাসের হার ৮৪ দশমিক ১৭ শতাংশে। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৫১ হাজার ৪৬৯ জন শিক্ষার্থী।

ভর্তির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ

এদিকে পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে জিপিএ'র ভিত্তিতে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে 'জনস্বার্থে' হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেছেন আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ। তিনি সোমবার সুপ্রিমকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট আবেদনটি দাখিল করেন।

তিনি জানান, মঙ্গলবার বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও মুহম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শোনানি হতে পারে। রিট আবেদনে দুটি রুল এবং দুটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস প্রথম বর্ষে ভর্তির সিদ্ধান্ত কেনো অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও বাতিলে বিবাদীদেও কেনো নির্দেশ দেয়া হবে না- তা জানতে রুল চেয়েছেন ইউনুস আলী।

একইসঙ্গে ওই সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা গিত করার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বং ২০১২-১৩ সেশনে এমবিবিএস থম বর্ষে ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশের র্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিট আবেদনে। ই রিট আবেদনে স্বাস্থ্য সচিব, শিক্ষা চিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাপরিচালককে বিবাদী করা হয়েছে।

রাববার এক সভার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাফম রুহল হক জানান, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য পতি বছর থেকে আর ভর্তি পরীক্ষা নয়া হবে না। এখন থেকে মাধ্যমিক ও চ্চমাধ্যমিকের জিপিএ'র ভিত্তিতেই মবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী র্তি করা হবে। আবেদনের জন্য দুই রীক্ষা মিলিয়ে অন্তত ৮ জিপিএ থাকার র্তের কথা জানান তিনি।

আগামী ১২ অক্টোবর থেকে ঢাকা শ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা রু হবে। অন্য বছর মেডিকেলে ভর্তি রীক্ষাও কাছাকাছি সময়ে হয়ে থাকে। ত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর সারাদেশে কযোগে সরকারি ও বেসরকারি মডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হয়।

উনুস আলী আকন্দ বলেন, দেশের ধান দুই রাজনৈতিক দলই নিজেদের ার্থ নিয়ে ব্যস্ত। বুয়েট অচল করে দিয়েছে। এখন মেডিকেল ধ্বংস করে দিতে চায়। ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া মেডিকেলে ভর্তি করলে এই শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। মেধাবীরা বঞ্চিত হবে। পরীক্ষা না হলে ভর্তি থেকেই দুর্নীতি বাড়বে।

উনি বলেন, পরীক্ষা ছাড়া কীভাবে মেধা যাচাই করবে? দেশে ৮টি বোর্ড আর কেটি মাদরাসা বোর্ডের প্রশ্ন একভাবে য় না। তাই আলাদা প্রশ্নপত্রে নেয়া রীক্ষার ভিত্তিতে সঠিকভাবে মেধা যাচাই করা যায় না।